আদর্শ জেলে গ্রাম সৃষ্টি

আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক

নদীমাতৃক বাংলাদেশে মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর তথা উকূলীয় জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, পুষ্টির চাহিদা পুরণ, কর্মসংস্থান মৎস্য সেক্টর এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। কেননা দেশের প্রায় ৫ লক্ষ হতদরিদ্র, দরিদ্র জেলেদের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি এর মৎস্যখাতের অন্যতম মূল লক্ষ্য।

ইলিশ বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ও প্রাকৃতিক মৎস্যসম্পদ। উপকূলীয় জেলেদের জীবিকার প্রধান উৎস হচ্ছে ইলিশ। জেলেরা মূলত ইলিশ মাছ আহরণ, পরিবহন ও বিক্রয় করে তাঁদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে বিগত ২০০১ সাল থেকে ইলিশের উৎপাদন নিম্নমূখী হবার পরিপ্রেক্ষিতে জেলেদের জীবিকার ওপর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং জেলেরা দাদনদার ও মহাজনের ঋণের বলয়ে আবদ্ধ হয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪র্থ মৎস্য প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে একটি স্টাডি পরিচালিত হয়। স্টাডির ফলাফল হতে "Hilsa Management Action Plan" প্রণয়ন করা হয়। "Hilsa Management Action Plan" এ প্রধান যে পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয় তা হচ্ছে "জাটকা সংরক্ষণের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি"। মৎস্য অধিদপ্তর ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে "জাটকা নিধন প্রতিরোধ" কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া সরকার ২০০৯ সালে ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ২০০৪ সাল হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত "জাটকা রক্ষা কর্মসূচি" এবং ২০০৯ সাল হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত "জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প" পরিচালিত হয়। জাটকা রক্ষার পাশাপাশি মা ইলিশ রক্ষায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মা ইলিশ রক্ষায় বিদ্যমান আইনটি সংশোধন করে ২২দিন দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও বিপণন বন্ধে নিষেধাজ্ঞার আরোপ করা হয়। নিষেধাজ্ঞার সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, নৌ-পুলিশ ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিরলসভাবে সম্মিলিত অভিযান বাস্তবায়ন করে। ফলস্বরূপ ইলিশ উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে সরকার আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নানা প্রকার সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সেই সাথে জেলেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রতিবছর জাটকা ও মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলে পরিবারকে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য তাঁদের চাহিদার ভিত্তিতে ইলিশ জাল, ক্ষুদ্র ব্যবসার উপকরণ, রিক্সা/ভ্যান, গরু-ছাগল, সেলাই মেশিন, ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এতদসত্বেও ইলিশ ব্যবস্থাপনায় বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দাদন প্রথা। জেলেরা মহাজনের কাছ থেকে টাকা, জাল ও নৌকা নিয়ে মাছ ধরে। তাই ঋণ শোধ করার জন্য তাঁদের যেমন নিরলস পরিশ্রম করতে হয় তেমনি নিষিদ্ধ সময়ে মহাজনের নির্দেশে নদীতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে যেতে হয়। এতে করে বর্ধিত হারে ইলিশ ধরলেও তাঁদের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির সুফল পাওয়া থেকে দরিদ্র জেলেরা বঞ্চিত হয়।

তাই ইলিশের উন্নয়ন তথা এর সাথে সম্পৃক্ত জেলেদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আদর্শ জেলে গ্রাম সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। ওয়ার্ল্ডফিশ-বাংলাদেশ ও মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে যৌথভাবে বাস্তবায়নাধীন ইকোফিশ প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে ৩টি আদর্শ জেলে গ্রাম সৃষ্টির কাজ চলমান আছে।

উদ্দেশ্য

১. গোষ্ঠী ভিত্তিক জেলেদের জীবন মান উন্নয়ন;

২. দাদনদার/ মহাজনের ঋণের বলয় হতে দরিদ্র জেলেদেরকে মুক্তকরণ;

৩. হত দরিদ্র ও দরিদ্র জেলেদের দারিদ্র বিমোচন ও স্বাবলম্বী করে তোলা;

৪. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জেলেদের (নারী ও পুরুষ) স্বনির্ভরতা অর্জন;

৫. দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে জেলেসমাজ দ্বারা তাঁদের ইলিশসম্পদ তাঁদের দ্বারাই রক্ষা করা।

কর্মপদ্ধতি

১। গ্রাম নির্বাচন (বিবেচ্য বিষয়):

জেলে অধ্যুষিত গ্রাম;

জীবিকার প্রধান উৎস ইলিশ আহরণ;

যোগাযোগ ব্যবস্থা (ভাল সড়ক ও নৌ-পথ);

পরিবার ও খানা জরিপ;

সামাজিক স্তর বিন্যাশ (হত দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবৃত্ত, উচ্চবৃত্ত);

উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ সচেতনতা সভা ও পরিবর্তনের আগ্রহ সৃষ্টি;

বিভিন্ন গ্রুপ/ সংগঠন/ দল গঠন (সঞ্চয়ী গ্রুপ/ সম্পদ সংরক্ষণ গ্রুপ/ সম্পদ পাহারা গ্রুপ/ সহ-ব্যবস্থাপনা গ্রুপ);

জীবন জীবিকায়নের পথ পৃথকীকরণ (কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি)

সমন্বিত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

নিয়মিত সভা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন;

পাক্ষিক/ মাসিক সমাবেশের আয়োজন।

২। কার্যক্রম গ্রহণ:

হত দরিদ্র, দরিদ্র, মধ্যবৃত্ত, উচ্চবৃত্ত চিহ্নিতকরণ ও গ্রুপ গঠন;

গ্রুপ ভিত্তিক জীবন জীবিকায়নের পথ বাছাইকরণ;

বিকল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ;

প্রশিক্ষণ প্রদান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী দল গঠন ও স্বাবলম্বী করা;

সম্পদ সংরক্ষণ এবং জাটকা নিধন বন্ধে ও মা ইলিশ রক্ষায় আইন বাস্তবায়ন করা;

সম্পদ পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ;

সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩। কর্মসংস্থান/ জীবিকায়নের ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিতকরে বিকল্প কর্মসংস্থানের সৃষ্টি (মূল পেশাভিত্তিক জীবিকায়নের পথ বাছাই):

গ্রুপ ভিত্তিক জাল ও নৌকা সরবরাহ;

গাভী পালন;

ছাগল পালন/ ভেড়া পালন;

হাঁসের খামার স্থাপন;

পোনা মাছের নার্সারি পরিচালনা;

গ্রুপ ভিত্তিক খাঁচায় মাছ চাষ;

পুকুরে মাছ চাষ;

পোনা মাছের ব্যবসা;

মাছ ক্রয় ও বিক্রয়;

শুটকী মাছ তৈরি;

জাল বুনানো;

গ্রুপ ভিত্তিক নৌকা তৈরি, বিক্রয় ও মেরামত;

৪। আদর্শ জেলে গ্রামের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণ

জেলেদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;

গ্রামের সকল পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থাকরণ;

উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ (কমিউনিটি ক্লিনিক /প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন);

পরিবারের সকল শিশুদের উপআনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

উপআনুষ্ঠানিক বয়স্ক-শিক্ষার মাধ্যমে জেলেদের স্বাক্ষরতার হার ও অক্ষরজ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থাকরণ;

গ্রামের সাথে বন্দর বা ইউনিয়ন পরিষদ বা সড়ক/মহাসড়কের যোগাযোগ স্থাপন বা সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়ন;

দূর্যোগ মোকাবেলায় নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থাকরণ;

আদর্শ জেলে গ্রাম সৃষ্টির ফলে জেলেপরিবারের মহিলা সদস্যরা সঞ্চয়ী দল গঠনের মাধ্যমে আয় বর্ধকমূলক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে এবং পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করবে। এতে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে, বাল্যবিবাহ থাকবেনা, পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি গ্রহণের ফলে জেলে পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত থাকবে, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে, জেলে পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে শিক্ষার সুযোগ পাবে। জেলেরা দলবদ্ধ হয়ে মৎস্য সংরক্ষণ দল গঠনের মাধ্যমে নিজেদের মৎস্যসম্পদ রক্ষা করবে, মৎস্য আইন মেনে চলবে ও নিষেধাজ্ঞার সময়ে জাটকা ও মা ইলিশ ধরা বন্ধ রাখবে এবং সকল জেলে বৈধ জাল ব্যবহার করবে। জেলেদের নিজস্ব জাল ও নৌকা থাকবে এবং জেলেরা দাদনদার/ মহাজনের ঋণের বলয় হতে মুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী হবে। সর্বপরি আদর্শ জেলে গ্রামটি হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, মহাজনের/দাদনদারদের ঋণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ একটি স্বনির্ভর গ্রাম।

আবু সাইদ মোঃ রাশেদুল হক
উপ-পরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস) ও প্রকল্প পরিচালক
ইকোফিশ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।